পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক
(সমৃদ্ধি অর্জনের ব্যাংক)
প্রধান কার্যালয়
রেড ক্রিসেন্ট বোরাক টাওয়ার (লেভেল ৮-১০)
৩৭/৩/এ, ইস্কাটন গার্ডেন রোড, ঢাকা-১০০০
www.pallisanchaybank.gov.bd

সঞ্চয় ও ঋণ বিভাগ

স্মারক নং-পসব্য/প্রকা/পরি-২২(অংশ-৩)/২০২৪-২৫/৪৬০ তারিখ:১৮-০৫-২০২৫ খ্রি:

সকল জেলা (আঞ্চলিক) কার্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও
শাখা ব্যবস্থাপক
পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক।

বিষয়: "ঋণ অবলোপন (write-off)" নীতিমালা-২০২৫ জারীকরণ।

প্রিয় মহোদয়,

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো।

ব্যাংকের দীর্ঘদিনের অনাদায়ী ও খেলাপি ঋণ ব্যবস্থাপনা এবং স্থিতিপত্রের কৃত্রিম স্ফীতি হ্রাসের লক্ষ্যে পরিচালনা বোর্ডের ১৩/০২/২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত ১২৮তম সভায় "ঋণ অবলোপন (write-off)" নীতিমালা-২০২৫ অনুমোদন করা হয়েছে। নীতিমালার সাথে ঋণ অবলোপন (write-off) প্রস্তাব প্রেরণের ফরম (পরিশিষ্ট-ক) সংযুক্ত করা হয়েছে, যা ঋণ অবলোপন প্রস্তাব প্রেরণের ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে হবে। উক্ত নীতিমালাটি সকলের অবগতি ও পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদ্বারা জারী করা হলো।

০২। এই আদেশ অনতিবিলম্বে কার্যকর হবে।

অনুমোদনক্রমে,

আপনার বিশ্বস্ত,
১৮/০৫/২০২৫
(মো: আলা উদ্দিন)
মহাব্যবস্থাপক

সংযুক্তি: বর্ণনা মোতাবেক।

স্মারক নং-পসব্য/প্রকা/পরি-২২(অংশ-৩)/২০২৪-২৫/৪৬০ (৫২) তারিখ:১৮-০৫-২০২৫ খ্রি:

সদয় অবগতির জন্য প্রেরিত হলোঃ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

১। পি এস টু চেয়ারম্যান, পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা
২। স্টাফ অফিসার টু ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
৩। স্টাফ অফিসার টু উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
৪। স্টাফ অফিসার টু মহাব্যবস্থাপক (সকল), পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
৫। সকল বিভাগীয় প্রধান, পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা, আইটি বিভাগের বিভাগীয় প্রধানকে উপর্যুক্ত নীতিমালাটি সিবিএস সফটওয়্যারে বাস্তবায়নের জন্য অনুরোধ করা হলো।
৬। সকল বিভাগীয় মনিটরিং কর্মকর্তা, শাখা তত্ত্বাবধান ও পরিদর্শন বিভাগ, পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
৭। সকল নিরীক্ষা (আঞ্চলিক) কার্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক।
৮। প্রোগ্রামার, আইটি বিভাগ, পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা (ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
৯। অফিস নথি।

18.05.25
(মোঃ রুহুল আমিন)
সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার

পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক
সমৃদ্ধি অর্জনের ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়
রেড ক্রিসেন্ট বোরাক টাওয়ার (লেভেল-৮-১০)
৩৭/৩/এ, ইস্কাটন গার্ডেন রোড, ঢাকা-১০০০
www.pallisanchaybank.gov.bd

সঞ্চয় ও ঋণ বিভাগ

ঋণ অবলোপন (Write-off) নীতিমালা-২০২৫

আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্প (পূর্ব নাম একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প) এর কার্যক্রমকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়ার জন্য প্রতিষ্ঠা করা হয় পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক এবং শতভাগ অনলাইনভিত্তিক সিবিএস এর মাধ্যমে ১২ জুলাই ২০১৭ তারিখে ব্যাংকিং কার্যক্রম শুরু হয়।

নিজস্ব কৃষি খামারের মাধ্যমে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে স্বাবলম্বী করা ও দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে প্রচলিত ক্ষুদ্র ঋণের পরিবর্তে দরিদ্র মানুষের ক্ষুদ্র সঞ্চয় ও সরকারি অনুদানে স্থায়ী পুঁজি গঠনের মাধ্যমে গঠিত মডেলকে প্রাধান্য দিয়ে যাত্রা শুরু করেছিল 'আমার বাড়ি আমার খামার' প্রকল্প । প্রকল্পটি জুলাই ২০০৯ হতে জুন ২০২১ পর্যন্ত সময়ে সমগ্র বাংলাদেশে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য পারিবারিক কৃষিজ খামার স্থাপনের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন, দরিদ্র মানুষদের আর্থিক অন্তর্ভুক্তির আওতায় আনয়নপূর্বক তহবিল গঠন, পারিবারিক কৃষিজ খামার স্থাপনের মাধ্যমে আয় বৃদ্ধি, দারিদ্র্য দূরীকরণ ও টেকসই উন্নয়ন সাধন। ৩০ জুন, ২০২১ তারিখে প্রকল্প বিলুপ্ত হয়েছে এবং ব্যাংক এককভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

প্রকল্পের শুরু থেকে দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে বিপুল সংখ্যক দরিদ্র মানুষকে সমিতির সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করে ঋণ বিতরণ করা হয়েছে যা বিভিন্ন নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত কারণে (প্রাকৃতিক দুর্যোগ, নদীভাঙ্গন, অগ্নি দুর্ঘটনা, ব্যবসায় ক্ষতি ইত্যাদি) খেলাপি হয়েছে। ঋণ ব্যবস্থাপনার স্বার্থে ব্যাংকের বিনিয়োগকৃত সম্পদের শ্রেণিকরণ এবং এর বিপরীতে নির্ধারিত হারে সংস্থান (Provision) সংরক্ষণ করা হয়। দীর্ঘ দিনের অনাদায়ী ঋণ স্থিতিপত্রে প্রদর্শনের ফলে ব্যাংকের স্থিতিপত্রের আকার অনাবশ্যক ও কৃত্রিমভাবে স্ফীত হচ্ছে। এমতাবস্থায় পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকে "ঋণ অবলোপন নীতিমালা" বাস্তবায়নের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে।

দেশের আর্থিক খাতের বিদ্যমান অবস্থা পর্যালোচনান্তে বাংলাদেশ ব্যাংকের আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও বাজার বিভাগ কর্তৃক ০১ এপ্রিল, ২০১৯ তারিখে ডিআইএফএম সার্কুলার নং ০২ এর মাধ্যমে ঋণ অবলোপনের বিষয়ে একটি নীতিমালা জারি করা হয়। উক্ত সার্কুলারের আলোকে এবং ব্যাংকের বর্তমান ঋণ কার্যক্রম বিবেচনায় নিয়ে পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের ঋণ অবলোপন (Write-off) নীতিমালা প্রস্তুত করে ১৩/০২/২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত পরিচালনা বোর্ডের ১২৮তম সভায় উপস্থাপন করা হলে বোর্ড তা অনুমোদন করে। অনুমোদিত নীতিমালা নিম্নরূপ:

০১। **শিরোনাম :** এ নীতিমালা "পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক ঋণ অবলোপন (Write-off) নীতিমালা, ২০২৫" নামে অভিহিত হবে।

০২। **অবলোপনযোগ্য ঋণ হিসাবসমূহ চিহ্নিতকরণ :**

ক) যে সকল ঋণ হিসাবের বকেয়া দীর্ঘদিন যাবৎ অনাদায়ী রয়েছে ও নিকট ভবিষ্যতে আদায়ের কোন সম্ভাবনা নেই এবং যে সকল ঋণ হিসাব একাদিক্রমে ০৩ (তিন) বছর মন্দ/ক্ষতিজনক মানে শ্রেণীকৃত রয়েছে এরূপ ঋণ হিসাব অবলোপন করা যাবে।

খ) ব্যাংক নিজস্ব বিবেচনায় মৃত ব্যক্তির নিজ নামে অথবা তাঁর একক মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের নামে গৃহীত ঋণ হিসাব ঋণ শ্রেণীমান নির্বিশেষে ও অর্থ ঋণ আদালত আইন, ২০০৩ অনুযায়ী মামলাযোগ্য না হলে মামলা দায়ের ব্যতিরেকে অবলোপন করতে পারবে। তবে একক মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে মৃত ব্যক্তির উপার্জনক্ষম উত্তরসূরী রয়েছে কিনা তা বিবেচনায় নিতে হবে।

গ) আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্প চলাকালীন বিতরণকৃত অনাদায়ী ঋণসমূহ ব্যাংকে স্থানান্তর হয়েছে যার অধিকাংশই আদায় করা সম্ভব হচ্ছে না। ব্যাংকে শ্রেণীকরণ কার্যক্রম ২০২১ সালে শুরু হওয়ায় ২(ক) অনুচ্ছেদে বর্ণিত শর্ত শিথিল করে আগামী ৫(পাঁচ) বছর অর্থাৎ ৩০.০৬.২০২৮ তারিখ পর্যন্ত দীর্ঘদিনের খেলাপী ঋণসমূহ যাচাই বাছাইপূর্বক পরিচালনা বোর্ডের অনুমোদন সাপেক্ষে অবলোপন করা যাবে।

চলমান পাতা ০২

০৩। **ঋণ হিসাব অবলোপন পদ্ধতি :**

ক) অবলোপনযোগ্য ঋণ এর বিপরীতে ব্যাংকের অনুকূলে বন্ধকীকৃত সম্পত্তি (যদি থাকে) নিয়মানুগভাবে বিক্রয়ের প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে। বিক্রয় প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলে কিংবা গ্যারান্টরের কাছ থেকে পাওনা অর্থ আদায়ে অসমর্থ হলে উক্ত ঋণ অবলোপনের আওতায় আসবে।

খ) অবলোপনের জন্য নির্বাচিত ঋণ হিসাবসমূহের ক্ষেত্রে পূর্বে আইনগত ব্যবস্থা সূচিত না হয়ে থাকলে অবলোপনের পূর্বে অবশ্যই অর্থ ঋণ আদালত আইন, ২০০৩ অনুযায়ী মামলা দায়ের করতে হবে। তবে ক্ষুদ্র অংকের ঋণের ক্ষেত্রে অর্থ ঋণ আদালত আইন, ২০০৩ এর আওতায় অত্যাবশ্যকীয়ভাবে মামলাযোগ্য না হলে প্রয়োজনে ২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ) টাকা পর্যন্ত যে কোন অংকের অবলোপনযোগ্য ঋণ আদালতে মামলা দায়ের ব্যতিরেকে অত্র সার্কুলারের ৩(গ) এর নির্দেশনা পরিপালন সাপেক্ষে অবলোপন করা যাবে।

গ) অবলোপনের পূর্বে সংশ্লিষ্ট ঋণ হিসাবের স্থিতি হতে স্থগিত সুদবাবদ সংরক্ষিত অর্থ বাদ দেয়ার পর অবশিষ্ট ঋণস্থিতির সমপরিমাণ প্রভিশন রাখতে হবে। এক্ষেত্রে অবলোপনের জন্য চিহ্নিত প্রতি ঋণ হিসাবের বিপরীতে রক্ষিত প্রভিশন পর্যাপ্ত না হলে ব্যাংকের চলতি বছরের আয় খাত বিকলন/ডেবিট করে অবশিষ্ট প্রভিশন সংরক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে।

ঘ) কোন ঋণ হিসাব আংশিকভাবে অবলোপন করা যাবে না।

ঙ) পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদন ব্যতিরেকে কোনো ঋণ হিসাব অবলোপন করা যাবে না।

০৪। **অবলোপন পরবর্তী আদায় কার্যক্রম :**

ক) অবলোপনের পরও সংশ্লিষ্ট ঋণ এর উপর ব্যাংকের দাবী বহাল থাকবে। অবলোপনকৃত ঋণ আদায়ের লক্ষ্যে আইনি প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখতে হবে।

খ) ব্যাংকে "Debt Collection Unit" গঠন করে অবলোপনকৃত ঋণ আদায়ের পদক্ষেপ নিতে হবে।

গ) অবলোপনকৃত ঋণ হিসাবের বিপরীতে দায়েরকৃত মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ কিংবা অবলোপনকৃত ঋণ হিসাবের বিপরীতে প্রাপ্য অর্থ আদায়ের জন্য প্রয়োজনে তৃতীয় পক্ষ সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানকে নিয়োজিত করা যাবে।

০৫। **অবলোপনকৃত ঋণ হিসাব রিপোর্টিং পদ্ধতি :**

ক) অবলোপনকৃত ঋণের হিসাব একটি পৃথক লেজারে সংরক্ষণ করতে হবে। ব্যাংকের বার্ষিক রিপোর্ট/ স্থিতিপত্রে ক্রমপুঞ্জীভূত ও চলতি বছরে অবলোপনকৃত ঋণের পরিমাণ পৃথকভাবে "Notes to the Accounts" এ লিপিবদ্ধ করতে হবে।

খ) খেলাপী ঋণগ্রহীতার ঋণ অবলোপন করা হলেও সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা তাঁর ঋণের দায় সম্পূর্ণ পরিশোধ না করা পর্যন্ত যথানিয়মে "খেলাপী" হিসেবে চিহ্নিত হবে।

গ) ঋণ অবলোপন সংক্রান্ত তথ্য প্রতি ত্রৈমাসিকে ডিএফআইএম সার্কুলার নং-০৯/২০১২ তারিখ: ২৯/১১/২০১২ এর নির্দেশনা অনুযায়ী বাংলাদেশ ব্যাংকের EDW portal ব্যবহার করে T_PS_M_WRITE_OFF_LOANLEASE টেমপ্লেট এর মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রেরণ করতে হবে।

চলমান পাতা ০৩

০৬। **অন্যান্য বিধি নিষেধ** :

ক) অবলোপনকৃত ঋণ হিসাব পুন:তফসিল বা পুনর্গঠন করা যাবে না। শুধুমাত্র EXIT PLAN এর আওতায় এরূপ ঋণ হিসাব এর পরিশোধসূচী নির্ধারণ করা যেতে পারে। তবে, উক্ত ঋণ হিসাবসমূহের শ্রেণীমানের ক্ষেত্রে অত্র সার্কুলারের ৬(খ) এ বর্ণিত নির্দেশনা বলবৎ থাকবে।

খ) ব্যাংকের পরিচালকের (উক্ত পদে থাকাকালীন) নিজ নামে কিংবা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের (আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩ এর ১৪(চ) ধারার ব্যাখ্যা অনুযায়ী) নামে গৃহীত ঋণ অবলোপনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও বাজার বিভাগ হতে পূর্বানুমোদন গ্রহণ করতে হবে।

গ) ব্যাংক কোন অবস্থাতেই মূল ঋণের আসল বা আসলের অংশ বিশেষ মওকুফ করতে পারবে না।

০৭। উপর্যুক্ত নীতিমালাটি প্রয়োজনমত সময়ে সময়ে পরিচালনা বোর্ডের অনুমোদন সাপেক্ষে পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংযোজন করা যাবে।

পরিচালনা বোর্ডের অনুমোদনক্রমে,

(সালমা বানু) ২৮/০৭/২০২০
ব্যবস্থাপনা পরিচালক

পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক
(সমৃদ্ধি অর্জনের ব্যাংক)
শাখা : .....জেলা: .....

পরিশিষ্ট-ক

বিষয়: ঋণ অবলোপন (write-off) প্রস্তাব প্রেরণ।

ঋণ হিসাব নং:

তারিখ:

১)	সমিতির তথ্যাদি :			
	(ক) সমিতির নাম	:		
	(খ) সমিতির কোড নং	:		
২)	ঋণ গ্রহীতার তথ্যাদি :			
	(ক) ঋণ গ্রহীতার নাম	:		
	(খ) সদস্য কোড নং	:		
	(গ) ঋণ গ্রহীতার পিতার নাম	:		
	(ঘ) মোবাইল নং	:		
	(ঙ) সঞ্চয়ী হিসাব নং	:		
	(চ) স্থায়ী ঠিকানা	:		
৩)	ঋণের উদ্দেশ্য	:		
৪)	ঋণ বিতরণের পরিমাণ ও তারিখ	:		
৫)	ব্যাংক / প্রকল্প হতে বিতরণকৃত (টিক দিন)	:	☐ ব্যাংক ঋণ	☐ প্রকল্প ঋণ
৬)	মেয়াদোত্তীর্ণ হওয়ার তারিখ	:		
৭)	মন্দ / ক্ষতিজনক (BL) হওয়ার তারিখ ও সময়কাল	:	.....হতে ....., বছর :	
৮)	মামলা দায়ের করার তারিখ ও নম্বর (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	:		
৯)	ঋণ আদায় :			
	(ক) বিগত অর্থ বছরে আদায় (০১.০৭.২০.... হতে ৩০.০৬.২০....পর্যন্ত)	:		
	(খ) চলতি অর্থ বছরে আদায় (০১.০৭.২০.... হতে ৩০.০৬.২০....পর্যন্ত)	:		
	(গ) মামলা দায়ের করার পূর্বে আদায় (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	:		
	(ঘ) মামলার অগ্রগতির বিবরণ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	:		
	(ঙ) সর্বশেষ আদায়ের পরিমাণ ও তারিখ	:		
	(চ) ঋণ আদায়ে গৃহীত পদক্ষেপ সমূহ	:		
	(ছ) ঋণগ্রহীতার বর্তমান আর্থিক অবস্থা	:		
	(জ) ঋণগ্রহীতার মৃত্যুর ক্ষেত্রে উত্তারাধিকারীগনের বর্তমান আর্থিক অবস্থার বিবরণ	:		
১০)	ঋণ খেলাপি হওয়ার যৌক্তিক কারণ (অবশ্য পূরণীয়)	:		
১১)	প্রস্তাব প্রেরণের তারিখে স্থিতি	:		

১২) শাখার মতামত ও সুপারিশ:

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, আমরা নিম্নস্বাক্ষরকারীগণ বিগত _____ তারিখে সরেজমিনে তদন্ত করে নিশ্চিত হয়েছি যে, উপর্যুক্ত ঋণগ্রহীতা ঋণটি পরিশোধ করতে অসমর্থ এবং তিনি স্বভাবগতভাবে ঋণ খেলাপী নন। উক্ত ঋণের বিপরীতে দৃশ্যমান বন্ধকীকৃত সম্পত্তি নেই বিধায় বিক্রয়ের প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়নি। তার আমানত হিসাব হতে প্রাপ্ত অর্থ ঋণ হিসাবে স্থানান্তর করা হয়েছে। তার গ্যারান্টর, জিম্মাদার ও উত্তরাধিকারীগণও অর্থ প্রদানে অসমর্থ । অর্থ ঋণ আদালত আইন, ২০০৩ অনুযায়ী মামলা দায়ের করা হয়েছে/হয়নি। ঋণটি অবলোপন করা হলেও শাখা কর্তৃক ঋণ আদায়ের প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকবে। পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের ঋণ অবলোপন নীতিমালার আলোকে ঋণটি অবলোপন করার জন্য সুপারিশ করা হলো।

দায়িত্বপ্রাপ্ত মাঠ সহকারীর
সীলসহ স্বাক্ষর ও তারিখ

২য় কর্মকর্তার
সীলসহ স্বাক্ষর ও তারিখ

শাখা ব্যবস্থাপকের
সীলসহ স্বাক্ষর ও তারিখ

১৩) জেলা কার্যালয়ের মতামত/সুপারিশ:

শাখার সুপারিশের সাথে একমত পোষণ করে / না করে ঋণগ্রহীতা জনাব _____ এর ঋণটি পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের ঋণ অবলোপন নীতিমালার আলোকে অবলোপন করার জন্য সুপারিশ করা হলো / হলো না।

জেলা (আঞ্চলিক) কার্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার
সীলসহ স্বাক্ষর ও তারিখ